কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'-র দৃশ্যটিতে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে যে বিদায় উপদেশ দিয়েছিলেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় র-সেন বিদায়খণ্ডে। আশীর্বাদ করে গন্ধর্বসেন জানিয়েছেন :

তুমি হেন জামাতা পাইল ভাগ্যবলে।
নয়নের জ্যোতি মোর হইল বৃদ্ধকালে॥ (র-সেন বিদায়খণ্ড)

র-সেন যথোচিত উত্তর দিলেন :

কাঁচ হোন্তে হেম মোরে কৈলা মহামতি।
তরে র- হৈল যদি তুমি দিলা জ্যোতি॥

বিবাহের রীতি অনুযায়ী, দেশাচার মেনে যৌতুকের দ্রব্য দিয়েছেন গন্ধর্বসেন :

'হস্তি ঘোড়া হেম র- বিচিত্র বসন।
কুমকুম কস্তুরী আদি আগর চন্দন॥
সুচারু চামর জরকসি (জরির) নানা বস্ত্র।
খণ্ডা শেল ধনুর্বাণ আদি নানা অস্ত্র॥
সখী দুই সহস্র সুন্দরী কলাবতী।
শিশুকাল হোন্তে যার সঙ্গো প্রেম অতি॥ (র-সেন বিদায়খণ্ড পৃ: ২২৪)

পদ্মাবতীর যাত্রার দিনে সখিদের গলা ধরে অশ্রুপাত করে বললেন :

সকল ছাড়িয়া আমি যাইমু একেলা॥
ছাড়িল মা বাপ ঘর বান্ধব সমাজ।
একেশ্বরী হইয়া চলিল ভিন্ন রাজ॥
তোমরা সবেরে কোন মতে পাশরিমু।
স্মরণ হইলে মাত্র জ্বলিয়া মরিমু॥

মা, বাবা, বন্ধু ও স্বজনবর্গের স্মরণ করলেই স্বামীগৃহে পদ্মাবতীর হৃদয় তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে দুঃখে দগ্ধ হবে। যাবার আগে উদার পদ্মাবতী সবাইকে ক্ষমা করে যেতে চান, কারণ তখনকার দিনে স্বামীগৃহে দূর দেশে গেলে মেয়েরা আর সহজে পিতৃগৃহে ফিরতে পারত না। মা বাবার সঙ্গো কথা বলার জন্য পদ্মাবতী এলেন তাঁদের ঘরে :

বিনয় করিয়া কান্দে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
মুঞি অনাথিনীরে কি লাগি হেন কৈলা।
প্রথমে পালন করি পশ্চাতে মারিলা॥

মূলের চেয়ে অনুবাদে পদ্মাবতীর—'র-সেন বিদায়' খণ্ডটি অনেক বেশি পারিবারিক। সেকাল কেন একালেও মেয়েরা শাশুড়ী ও ননদের সঙ্গো সম্পর্কের কথা চিন্তা করে ভীত হয় কারণ বিবাহিতা রমণী পরের অধীন। সেকালে সতীন সমস্যাও ছিল তীব্র তাই পদ্মাবতী 'দুর্জন সতিনী'-র সঙ্গো কীভাবে বাস করবেন নির্বান্ধব হয়ে একাকিনী :

দুঃখের সমুদ্রে মাগো পেলিলা আমারে।
মনোদুঃখ কহি হেন নাহি সংসারে॥

স্বামীর দেশযাত্রার প্রাক্কালে যুগপৎ আশা ও আশঙ্কায় পদ্মাবতীর মন কেঁপে উঠছে—যা বাংলাদেশের আবহমান কালের চিত্র।

স্বামীর সঙ্গে পদ্মাবতীর সম্পর্ক পদ্মাবতীর মা অনেক হিতকর বাক্যই বলেছেন তার মধ্যে দুটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল :

(১) স্বামী দয়া করে হেন গর্ব না করিও।
অহর্নিশি ভক্তিভাবে স্বামীকে সেবিও॥

(২) পিরিতি গৌরবে পরিজন সম্ভাসিও॥
স্বামীর আদেশে যদি হইল চলিতে।
য- করি কেহ তারে না পারে রাখিতে। ('র-সেন বিদায়খণ্ড' পৃ: ২৩০)

নরপতি গন্ধর্বসেন র-সেনকে বলছেন চিরকালীন পিতার দুঃখের কথা :

(১) সোঁপিল পরাণী আমি হস্তেত তোমার॥
চক্ষের পোতলি মোর এই কন্যাখানি।
ধনপ্রাণগৃহবাস তাহার নিছনি॥

(২) কেহ নাহি দোসর নিকটে বাপ ভাই।
মনোদুঃখ পাইলে কহিতে তার ঠাঁই॥

(৩) ক্ষুধাতুর হৈলে অন্ন কাহাতে মাগিব।
মা বাপ বলিয়া আর কাহাকে ডাকিব॥

ঐরাবতে চড়ে নৃপতি র-সেন ও চতুর্দোলায় আরোহণ করে পদ্মাবতী তার উদ্যানবৃক্ষ, ক্রীড়াস্থলী, সরোবর ও নৃত্যশালা পরিক্রম করে সখীদের ও দাসদাসীদের নিয়ে ধনর-সহ নৌকাযাত্রা। এ যেন গ্রামপরিক্রমার শেষে পল্লীর কন্যার পতিগৃহে যাত্রা। মেয়ে চলে যাচ্ছে দূর দেশে স্বামীর ঘরে :

একে একে সঙ্গে চলে বিশ ত্রিশ সখি।
নানান বাহনে যায় অশ্রুপূর্ণ আঁখি॥
আর দাসীগণ যত পদগতি চলে।
দেশ পরিপূর্ণ হৈল কান্দনার রোলে॥ (র-সেন বিদায়খণ্ড পৃ: ২৩২)

অন্তঃপুরেও কান্নার রোল উঠল। শাক্তসাহিত্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে একান্নবর্তী পরিবারে সকলকেই য- রক্ষা করি আমরা। শুধুমাত্র 'কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়।' বিবাহ ও শ্বশুরগৃহযাত্রার দৃশ্যটি আলাওলের কাব্যে মর্মস্পর্শী ও বাঙালিসমাজেরই চিরন্তন প্রতিচ্ছবি। আলাওল কাব্য রচনা করলেও সমাজ, সংসার ও পরিবারধর্ম বিস্মৃত হননি। সেজন্য র-সেন বিদায়খণ্ড অংশটি পদ্মাবতী কাব্যের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

**জায়সীর 'পদুমাবতে'র মূল গ্রন্থের সঙ্গে 'র-সেনের বিবাহ' খণ্ড—'র-সেনে'র দেশে প্রত্যাবর্তন (চিতোর আগমন অংশ) পর্যন্ত অংশের অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা :**

মূল কাব্য 'পদুমাবত্' আর অনূদিত কাব্য 'পদ্মাবতী'র মধ্যে মিল ও অমিল দুইই আছে। মূলের ভাব ও রস সবসময় অনুবাদে পাওয়া যায় না। মূলানুগ অনুবাদ যথাযথ হলেও পাঠক ভিন্নদেশ ও সমাজের কাহিনি সম্পর্কে সব সময় গ্রহিষ্ণু নয়। জায়সীর 'পদুমাবত্' উত্তরপ্রদেশের হিন্দি কাব্য। বঙ্গীয় কবি আলাওল ভাবানুবাদ করেছেন খানিকটা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো করে। বাল্মীকির রামায়ণের মহাকাব্যিক শৌর্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের নেই। কৃত্তিবাসের রামপাঞ্চালি একান্তভাবেই বাঙালির ঘরের কথায় পূর্ণ। আলাওলের কাব্যেও অনুবাদ উত্তরপ্রদেশের কবি জায়সীর মূলানুসারী নয় তবে মূল ঘটনা প্রায় একই ধরনের আলাওল বঙ্গীয়

দেশাচারকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর জায়সীর 'পদুমাবত' অনেকটাই সুফিসাধনার কাব্যরসে পূর্ণ। এজন্যই বোধ হয় একটা প্রচলিত কথা : 'A translator is a traitor'। তবু অনুবাদের মধ্য দিয়েই মধ্যযুগে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারত পৌঁছেছে বাঙালির গৃহে। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের স্বাদ পেয়েছে বাঙালি হিন্দি ও ফার্সি প্রণয়োপাখ্যানের অনুবাদের মাধ্যমে। সেদিক দিয়ে আলাওলের পদুমাবতের অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক মঙ্গালকাব্যধারার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন।

জায়সীর কাব্যের মূলানুগ অনুবাদ করেননি আলাওল। তাঁর অনুবাদ কখনো আক্ষরিক কখনো ভাবানুবাদ কখনো বা স্বাধীন। কোনো কোনো প্রসঙ্গ আলাওল ছেঁটে ছোটো করেছেন বা কোনো কোনো প্রসঙ্গ টেনে বাড়িয়েছেন। কাহিনির উপক্রমেই আলাওল লিখেছেন : 'স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন-উক্তি।'

জায়সীর গভীর তত্ত্ব আলাওল এড়িয়ে গেছেন কোনো কোনো অংশে। বিবাহের পর পদ্মাবতীকে লুকিয়ে রেখে সখীরা র-সেনের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করছেন—সেই বর্ণনায় সুফিসাধক জায়সী সখীদের সংলাপে দিয়েছেন নতুন দার্শনিক ভাষা :

পুঁছহিঁ গুরু কহঁ, রে চলা।
বিনু সসিয়র কস সুর একেলা॥
ধাতু কমাই সিখেসি রে যোগী।
অব কম অস নিরধাতু বিয়োগী॥

**অনুবাদ :** '(শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়) "হে শিষ্য তোমার গুরু কোথায় ? শশী বিনা সূর্য কি করে একা থাকে ? হে যোগি, তুমি রসায়নবিদ্যা শিখিয়াছ তাই নির্ধাতু হইয়া তুমি কী করিয়া আছ ?"

এই গূঢ় অর্থবহ শ্লোকের অনুবাদ আলাওল দু'কথায় সেরেছেন :

সখীগণ নৃপতিকে দেখি হেন রীত।
জিজ্ঞাসিল মৃদু বাক্যে হাসিয়া কিঞ্চিৎ॥
কহ শিষ্যবর তোর গুরু গেল কোথা।
চন্দ্র বিনে সূর একেশ্বর কেন হেথা॥
কেবা কোথা লুকাইল চন্দ্রিকা তোমার।
যেই বিনে রমণী জগৎ অন্ধকার॥

পদ্মাবতীকে বিবাহ করে শ্বশুরালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে র-সেন সস্ত্রীক চিতোর প্রত্যাবর্তন করবেন, যাত্রার পূর্বে সখীগণের কাছে পদ্মাবতী বিদায় নিচ্ছেন। জায়সী পদ্মাবতীর এই বিদায়পালা সাঙ্গ করেছেন সংক্ষেপে—তাতে বিয়োগব্যাথার বেদনার স্পন্দন নেই :

হম তুম মিলি একৈ সংগ খেলা
অন্ত বিচ্ছাহ আনি গিউ মেলা।
তুম্হ অস হিত সংযতী পিয়ারী
জিয়ত জীউ নহি কঁরো নিনারী
কন্ত চলাঈ কা করৌ আয়সু, জাই ন মেটি
পুনিহম মিলাহঁ কি না মিলাইঁ লেহু সহেলী ভোঁটি॥

আলাওলের বর্ণনা এখানে অনেক বেশি বাস্তব ও আন্তরিক :

একে একে গলে ধরি কান্দে বরবালা
সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা।

ছাড়িয়া নাইয়ব ঘর বান্ধবসমাজ
একসরী হইয়া চলিলোঁ ভিন্ন রাজ
তোমরা সবেরে কোনমতে পাসরিব
স্মরণ হইলে মনে জ্বলিয়া মরিব।
শুন প্রাণসখী আমি চলি যাব যথা
তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা। (র-সেন বিদায়খণ্ড)

মূল কাব্য 'পদুমাবতে'র বর্ণনায় জায়সী ভাবাশ্রয়ী ও বিশ্লেষণমুখী। আলাওলের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। র-সেনের হাতে কন্যা সমর্পণ করে গন্ধর্ব সেন বলেন :

মানুষ চিত আনু কিছু কোঈ।
করৈ গোসাঞি সোই পৈ হোই॥
অব তুমহ সিংহল দ্বীপ গোসাই।
হম সেবক অহহী সেবকাঈ॥

অর্থাৎ "মানুষের মনে অন্য কিছু ইচ্ছা হয়ত জাগে কিন্তু ভগবান আপন ইচ্ছামতই সবকিছু করেন। আপনি এখন সিংহল দ্বীপের রাজা এবং আমরা সবাই আপনার আজ্ঞাবহ সেবক।" (অনুবাদ : ওয়াকিল আহমদ)

সজল নয়ানে রাজা কন্যা সমর্পিল।
বলে মোর প্রাণ আজু তোমা হস্তে দিল॥
আর জানাইল কিছু কহিতে উচিত।
ক্ষমাশীল জানে তুমি আপনে পণ্ডিত॥
কহিতে অনেক কথা কি কহিব তারে।
স্বামী কৃপা হোন্তে নারী দুই জগ তরে॥

জায়সীর মাসপরিমণ্ডলে ধ্যান ও সাধনা ছিল। তিনি আধ্যা-িক অনুপ্রেরণার বাণীসহ। জায়সীর কাব্যের রূপকতত্ত্ব ভালোই বুঝতেন কিন্তু অনুবাদে সেই তত্ত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হননি। হয়তো রাজসভার বিলাসী, ধনাঢ্য রঙ্গপ্রিয় পাঠকেরা গল্পের আনন্দ চেয়েছিলেন, তত্ত্বের গরিমায় তারা মুগ্ধ হননি। আলাওল তাই গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে পাঠকের মানসিক সে-চাহিদা পূরণ করেছেন।

জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যে খণ্ডবিভাগ নেই। জায়সীর কাব্যের ৫৮টি খণ্ডের মধ্যে অন্তত ৫৩টি খণ্ড আলাওলের কাব্যে আছে। র-সেনের বিবাহ বর্ণনায় জায়সীর তুলনায় আলাওল অনেক বিস্তৃত করেছেন আলোচনা। জায়সী চন্দ্র সূর্যের প্রতীকে আধ্যাত্মিক মনোমিলনের রূপক করে তুলেছেন। কিন্তু আলাওল মূলের এই রূপকার্থ গ্রহণ করেননি। সমস্ত অধ্যায়টি আলাওলের কাব্যে যথাসম্ভব লৌকিক বাস্তব এবং হিন্দুবিবাহের সামাজিক আলেখ্য। বঙ্গীয় বিবাহরীতির বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সহ আলাওলের বিবাহখণ্ডটি সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ। জায়সীর কাব্যে র-সেনের মুখে ভাবাবেগপূর্ণ তত্ত্বধর্মী সংলাপ বর্জন করেছেন আলাওল।

পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁট খণ্ডে জায়সী দ্ব্যর্থবোধক শব্দশ্লেষের সাহায্যে বরবধূর শারীরিক মিলনের রূপকে যে সুফি-সাধনার কথা বলেছেন আলাওলের কাব্যে তা কামশাস্ত্রে রূপান্তরিত। র-সেন-সাথী খণ্ডে র-সেনের অনুচরদের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ প্রসঙ্গে মূলে কৌলীন্য বিচার হয়নি। অনুবাদে কুলমর্যাদা রক্ষা করেই বিবাহ হয়েছে। জায়সীর তুলনায় আলাওল বাস্তব ও সাংসারিক।

ষট্ ঋতু বর্ণনায় আলাওল অনুসরণ করেছেন জায়সীকে। তবে জায়সী হেমন্ত ঋতুর পর শীত ঋতুর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলাওল আগে শিশির ঋতুর বর্ণনা করে বাংলার ঋতুচক্রকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। আলাওল সঙ্গীতশাস্ত্রে পারঙ্গম। বসন্ত বর্ণনার শেষে বসন্তরাগে নায়ক-নায়িকার বসন্তবিলাসের পদ গাওয়ার ব্যাপারটি আলাওলের মৌলিক সংযোজন। শুক পাখি হীরামণির যোগমৃত্যু আলাওলের রূপকথাধর্মী রোমান্টিক মনের পরিচায়ক। জায়সী কিন্তু গন্ধর্বসেনের কাছে র-সেনের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিয়েই শুককে জানিয়েছেন বিদায়। মূলে হীরামন রূপক চরিত্র, অনুবাদে তা হয়েছে রূপকথার বিহঙ্গ।

নাগমতির বারামাসী বর্ণনায় আলাওল মঙ্গালকাব্যের রীতির অনুসারী। জায়সীর কাব্যের এই অংশে প্রকৃতি ও মানবমনের বেদনা হয়েছে একাত্ম। আলাওলের অনুবাদে সেই তুলনায় নিষ্প্রভ।

'নাগমতি সন্দেশ' খণ্ডে মূলের রোমান্টিকতা অনুবাদে নেই। জায়সীর ভাষায় মূর্ত বিরহিনীর বেদনা। ঘটনাবৃত্তের মধ্যেও মূল ও অনুবাদের পার্থক্য অপরিসীম। জায়সীর নাগমতি একটি পাখিকে নিযুক্ত করেছেন র-সেনকে তার বিরহবেদনা নিবেদনের জন্য। জায়সী র-সেনের অনুপস্থিতিতে চিতোরের দুরবস্থা, র-সেনের মাতার করুণ শোকাবহ পরিণতি ও নাগমতির রোমান্টিক বিষাদ বেদনার ছবিকে ফুটিয়েছেন কাব্যকৌশলে। অনুবাদে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। আলাওলের কাব্যে এক রাতজাগা পাখি র-সেনকে অনুযোগ করেছেন। শ্বশুরঘরে ঘরজামাই হয়ে থাকার লজ্জার কথাও বলা হয়েছে। জায়সী রোমান্টিক, আলাওল সামাজিক। র-সেন বিদায়খণ্ডে আলাওল জায়সীর পদুমাবতের অনুসরণে পদ্মাবতীর সিংহল বিদায় দৃশ্যের বর্ণনা করলেও আলাওলের কাব্যে পদ্মাবতীর পতিগৃহযাত্রা বঙ্গীয় বিবাহসংস্কৃতিরই অঙ্গ। অনুবাদে বিদায়কালে পদ্মাবতীর উদ্দেশ্যে রাজমাতার বিস্তারিত উপদেশবাণী নৈতিক কিন্তু কাব্যময় নয়। র-সেনের কাছে কন্যাকে অর্পণ করার পর রাজার সাংসারিক উপদেশও মূলে নেই।

দেশযাত্রা খণ্ডের ঘটনাবলি উভয়ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক। জায়সীর কাব্যে র-সেনের কাছে সমুদ্রদেব এসেছেন দানীর ছদ্মবেশে। আলাওলের কাব্যে সমুদ্র আবির্ভূত হয়েছেন ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে। মূলে রাজার কার্পণ্যদোষ ও তার জন্য নৌকানিমজ্জন প্রসঙ্গে ঐশ্বর্য ও সঞ্চয়ের নিষ্ফলতা সম্পর্কে প্রচুর দার্শনিক কথা আছে। অনুবাদে দার্শনিক তত্ত্ব অপেক্ষা ঘটনাধর্মী বিবরণই মুখ্য। জায়সীর কাব্যের দোহার সৌন্দর্য আলাওলের ক্ষেত্রে বিবৃতিধর্মী অনুবাদ।

পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডটি মূলে ছিল লক্ষ্মী-সমুদ্র খণ্ড। জায়সীর কাব্যে সমুদ্র কন্যার নাম লক্ষ্মী। কিন্তু আলাওলের কাব্যে তাঁরও নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর নামটিও নিয়েছেন সমুদ্রদুহিতা। এব্যাপারে অবশ্য আলাওলের রোমান্টিক চমক সৃষ্টির প্রয়াস প্রশংসনীয়। জায়সী কাব্যে র-সেন সমুদ্রপরীক্ষার পর দেশে ফিরেছেন কতকগুলি রহস্যময় উপহার নিয়ে। এই উপহারগুলি—অমৃত, রাজহংস, স্বর্ণপক্ষ, পাখি, ব্যাঘ্রশাবক ও স্পর্শমণি। পাঁচটি প্রদীপশিখার মতো র- পেয়েছেন র-সেন একথাই বলেছেন সংক্ষেপে আলাওল। জায়সীর মতো বর্ণনা বিস্তৃত নয়।

চিতোর আগমন অংশে দুই কবির বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য আছে। দেশে ফিরে পদ্মাবতীকে নিয়ে র-সেনের বিস্তারিত মাতৃসম্ভাষণ মূল গ্রন্থে নেই। জায়সীর কাব্যে রামচন্দ্র-কৌশল্যা মিলনের অনুষঙ্গ এসেছে। র-সেনের আগমনের কথা শুনে বিরহিনি প্রথমা পত্নী নাগমতীর আনন্দোল্লাস আলাওলের কাব্যে সংক্ষিপ্ত। আলাওলের নাগমতী বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের অনুসারী পদাবলী গেয়েই ব্যক্ত করেছে আনন্দ।

'পদুমাবত্' কাব্যে এর পরবর্তী খণ্ডটি হল নাগমতী-পদ্মাবতী বিবাদখণ্ড। জায়সীর কাব্যে দুই সতীনের বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ বাহুল্যবোধে সঙ্গত কারণেই বর্জন করেছেন আলাওল। চিতোর আগমন খণ্ডের শেষে নাগমতী ও পদ্মাবতীর মানভঞ্জন জয়দেবের কাব্যানুসারী। কবি এ অংশে বৈষ্ণবপদাবলির দ্বারাও প্রভাবিত। শেষপর্যন্ত দুই সতীনের সখিত্ব পারিবারিক নৈতিক আদর্শেরই নিদর্শন।

অনুবাদে পরিবর্ধন ও পরিবর্জন থাকলেও জায়সী ও আলাওল সুফি-সাধক। জায়সী অমরপ্রেম ও সৌন্দর্যের রূপকার। আলাওলও লিখতে চেয়েছেন 'প্রেমপুঁথি'। দুজন ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন দেশে বসে লিখেছেন, সেজন্য দেশগত ও কালগত পরিবেশগত ব্যবধান আছেই। শেষপর্যন্ত স্বীকার করতেই হয় মধ্যযুগের আর কোনো অনুবাদক কবি আলাওলের মতো জায়সীর খণ্ডগুলির প্রত্যেকটি স্তবক অনুবাদে এতখানি প্রয়াস দেখাননি। অনুবাদক হিসেবে আলাওল সার্থক। ভাবানুবাদ ও আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' অন্যতম সার্থক অনুবাদ গ্রন্থ।

## ৫.৫ র-সেনের বিবাহখণ্ড—চিতোর আগমনখণ্ড অংশের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ের আলোচনা

### ৫.৫.১ সধ্রুবা প্রবন্ধসঙ্গীত

নরোত্তমের 'ভক্তির-াকরে' সধ্রুবা প্রবন্ধসঙ্গীতের বিবরণ পাওয়া যায় ঃ

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ শাস্ত্রে এ নির্দ্ধার।
ষড়ঙ্গ প্রবন্ধগীত সর্বত্র প্রচার॥
স্বর বিরুদ্ধ পদ তেন পাঠক তাল।
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল॥ (ভক্তির-াকর—নরহরি চক্রবর্তী)

নরহরির নিজস্ব গানে উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ—এই পাঁচটি ধাতুযুক্ত প্রবন্ধসঙ্গীত পাওয়া যায়। চৈতন্যসমকালে ও চৈতন্যোত্তর কালেও এই ধরনের গানে আখ্যানকাব্যগুলির পূর্ণ।

**আলাওলের রচিত সঙ্গীত**—আলাওল ছিলেন সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ। তাঁর গানে উৎকৃষ্টভাবে বদ্ধ প্রবন্ধসঙ্গীতের উদাহরণ আছে বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলির ঢঙে রচিত পদে 'পদ্মাবতী' সমৃদ্ধ। কয়েকটি নির্দশ :

(১) **বসন্তরাগ**—বসন্তে নাগর বরনাগরী বিলাসে। (ষট্ঋতুবর্ণন খণ্ড)

(২) **রাগভাটিয়াল দীর্ঘ ছন্দ—**

তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে
মত্ত গর্বে পাছে না চিন্তিলুঁ। (পদ্মা সমুদ্র খণ্ড পৃ: ২৪৮)

(৩) **রাগ-সুহি**—আজি সুখের নাহি ওর (চিতোর-আগমন খণ্ড পৃ: ২৬০)

(৪) **রাগ সমক ছন্দ** 'আছিলা সমস্ত নিশি নাগমতিসঙ্গে' (ঐ পৃ: ২৬১)

(৫) **রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ তুরি বসন্ত—**

কেশ কুরাইয়াকুসুম রচিয়া
গুন্থিলা ত্রিগুণ বেণী॥

(৬) **রাগ কর্ণাট পরিতাল ছন্দ—**

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন খঞ্জন শোভিতা।

**পাঠ্যাংশের একটি ধ্রুবকপদযুক্ত প্রবন্ধসঙ্গীতের উদাহরণ :**

(৭) চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।

কিঙ্কনী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁঝর
ঝনাঝন নেপুর মধুর গীতা ॥
ভুরু বিভঙ্গা মণ্মথ-মন-মোহিতা ॥ (ধুয়া) **স্থায়ী**
কুটিল কেশ কুসুম সুবেশ
সিন্দুর চন্দন তিলক তথা।
সঘন রাতি তারকা পাঁতি
বান্ধুলি র- বিরাজিতা ॥ **অন্তরা**
সুন্দর ভালে ময়ঙ্ক বাল
অধর দশনজ্যোতি প্রভান্বিতা।
রসনা সুলাল বচন রসাল
বিরহ-বেদনা মোহিতা ॥ **সঞ্চারি**
উরজ-জোড় হেম কটোর
এহি সে পয়োধর রঞ্জিতা।
মাগন নায়ক গুণক গাহক
জগজন সুখ সুশোভিতা।
আলাওল ভন রমণী গমন
অপ্সরা নট গঞ্জিতা ॥ **আভোগ**

এ প্রসঙ্গে বলা যায় পাঁচালি জাতীয় গানে একজন মূল গায়েন ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে পালি ও বাদক। মূল গায়েন দাঁড়িয়ে গান করেন।

পদাবলির খণ্ডিতা পর্যায়ের মতো আর একটি গানে সঙ্গীতের পাঁচটি অঙ্গাই বর্তমান—

(৮) প্রভাত সময়ে আইলা যথা পদ্মাবতী।
মুখ ফিরাইল কন্যা দেখিয়া নৃপতি ॥
সমস্ত রজনী কোথা ছিলা সুখরসে।
প্রাণ বান্ধা থুই এথা আইলা দিবসে ॥ **উদগ্রাহ**
স্থালিত পিন্দনবাস গলিত চিকুর।
দেখহ সুন্দর মুখ আনিয়া মুকুর ॥
আজি কেনে বিপরীত তোমার বদন।
অধরে আঞ্জন আঁখি খাইয়াছে পান ॥ **মেলাপক**
রজনী জাগিয়া দুঃখ পাই অতিশয়।
ঘুমিয়া ঘুমিয়া পড় প্রভাত সময় ॥
আপনার পীতবস্ত্র হারাই কোথায়।
কোন রমণীর নীল বাস দিছ গায় ॥ **ধ্রুবপদ**
পৃষ্ঠেত কঙ্কণদাগ হারচিহ্ন উরে।
মাজিছ বয়ানচন্দ্র সুরঙ্গা সিন্দুরে ॥

চরণে পড়িয়া মানাইতে অতিশয়।
নূপুর আনট চিহ্ন ললাটে উদয়॥ **অন্তরা**
মন শান্ত নাহি হয় প্রাণ থুই তথা।
বেশর উচ্ছিষ্ট অঙ্গা লৈয়া আইলা এথা॥
তথা গিয়া শুতি থাক এথাতে কী কাজ।
সখীগণে এ বেশে দেখিলে পাইবা লাজ॥ **সঞ্চারী**
যথা ইচ্ছা তথা গিয়া থাক সুখরঙ্গে।
আমার পরাণ কেনে লইয়া যাও সঙ্গে॥
এত বুলি নয়ানে গলয়ে জলধার।
মধুর বচনে নৃপে বোলে পরিহার॥ **আভোগ**

(৭নং গান) (৭) প্রথম গানটিতে বর্তমান কালের চারটি মুখ্য দেখানো হয়েছে—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

(৮নং গান) (৮) দ্বিতীয় গানটিতে পঞ্চাঙ্গের প্রবন্ধসঙ্গীত যা মধ্যযুগে গাওয়া হত তার রূপ প্রদর্শিত—উদগ্রাহ, মেলাপক, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

ছন্দশাস্ত্রে ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিচক্ষণ কবি আলাওলের মৌলিক সঙ্গীত সংযোজন বিশিষ্টতার পরিচায়ক। আর জায়সীর অনুবাদ করতে গিয়েও পাঁচ অঙ্গের যে প্রবন্ধসঙ্গীত লিখেছেন তাও প্রশংসনীয়।

### ৫.৫.২ পদ্মা—সমুদ্র খণ্ড অংশটির বৈশিষ্ট্য

আলাওলের রোসাঙ তথা চট্টগ্রাম সমুদ্রবেষ্টিত অঞ্চল। এছাড়া ভারতবর্ষের বণিকরা মধ্যযুগে বাণিজ্য করতেন দূর দেশে। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সওদাগর বিশেষ করে শেষের জন সিংহলে যান বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। জলপথে বাণিজ্য করতে এসেছেন ভাস্কো-ডা-গামা থেকে আরম্ভ করে ডাচ পর্যটক তাভারনিয়ের পর্যন্ত। র-সেনের সিংহল থেকে দেশযাত্রার সময় সমুদ্র পেরোতে হয়েছে বণিকদের মতোই।

সমুদ্রদেব জলের অধিপতি—গ্রিক পুরাণে এঁর কথা আছে। আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী বরুণদেব জলের দেবতা। সূর্য তাঁর নেত্র, সুবর্ণময় তাঁর রথ ও প্রসাদ। সমুদ্রমন্থনজাত বারুণী তাঁর প্রিয় সুরা। এ জন্য ঋকবেদে আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতেও বরুণের অবস্থিতির কথা বর্ণিত। বরুণ সূর্যের গমন পথ সুগম করেন—তাই তাঁর ভাণ্ডারে শত সহস্র ওষধি আছে। ইনি যমের মতোই পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা। ইনি ধনাধিকার জলবিন্দুর মতো শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান।

**দেশযাত্রা খণ্ড**—দেশযাত্রা খণ্ডেই শ্বশুরগৃহ থেকে র-সেন পেয়েছেন প্রচুর ধনর- যৌতুকস্বরূপ। তাতে চিতোরাধিপতি কিছুটা গর্বিত। সমুদ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে র-সেনকে দানের মহিমা বোঝালেন। এবং সমুদ্রের রোষে র-সেনের ডিঙা ডুবে গেল। একটি কাঠের ভেলায় ভাসতে ভাসতে পদ্মাবতী আর তাঁর সখীরা গেলেন হারিয়ে। কাঠের পাটাতন ধরে র-সেন চললেন নিরুদ্দেশ ভেসে অজানা পথে।

**পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড**—'সিন্ধুতীরে রহিছে মাঞ্জস' অর্থাৎ কাঠের ভেলায় পদ্মাবতী সমুদ্র গৃহে পৌঁছলেন। পুরাণে সমুদ্র কন্যার নাম বারুণী। জায়সীর নাম দিয়েছেন লক্ষ্মী। আর আলাওলের সমুদ্রকন্যার নামও পদ্মাবতী। সেই রমণী পঞ্চমুখী সহ পদ্মাবতীর জীবন রক্ষা করলেন ঃ

চিকিৎসিমু প্রাণপণ কৃপা কর নিরঞ্জন
দুঃখিনীরে করিয়া স্মরণ॥ (পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড পৃ: ২৪০)

পদ্মাবতী র-সেন ও তার অনুচরদের হারিয়ে করুণ সুরে বিলাপ করলেন সমুদ্রতনয়ার কাছে। তখন সমুদ্রকন্যা পদ্মাবতী তাঁর পিতা সমুদ্রকে বললেন ঃ

স্বামী না পাইলে বালা মরিব সত্বর।
রহিব তাহার বধ আমার উপর॥ (পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড পৃঃ ২৪৬)

তাঁর গর্বের জন্যই র-সেনের এই দুর্দশা জানালেন একথা সমুদ্র তাঁর কন্যাকে। বহু কষ্টে বহু তাপ সহ্য করে নৃপতি র-সেন যে পদ্মাবতীকে অর্জন করেন তাঁর বিহনে তিনি আত্মঘাতী হবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ।—

দ্বিসহস্র সখী মোর পরম সুন্দরী।
প্রাণের দুর্লভ মোর পদ্মাবতী নারী॥
তিলেক সমুদ্র মাঝে ডুবিল সকল।
একেশ্বর আমার জীবনে কি ফল॥ (পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড)

এর পরবর্তী পর্যায়েই সমুদ্র আশ্বাস দিলেন তাঁর পত্নী সখীসহ জীবিত। সমুদ্রের সঙ্গে বিরহিণী মৃতপ্রায় পদ্মাবতীকে দেখার জন্য তখন নৃপতি র-সেন সমুদ্রতীরে উপস্থিত। এখানে একটি ছলনার দৃশ্য আছে—যে দৃশ্য পরবর্তী পর্যায়ের মঙ্গালকাব্যে পাবর্তীর মোহিনী বা মরতীবেশধারণ ও শিবকে ছলনা করার দৃশ্যটি মধ্যযুগের কাব্যে সুপরিচিত। মূল পদুমাবতে আছে যে সমুদ্রদুহিতা ছদ্মবেশী পদ্মদুহিতার গায়ে পদ্মগন্ধ ছিল না তাই রাজা র-সেনের মনে সন্দেহ জাগে। এখানে একটু রূপকথাধর্মী আখ্যান আছে আলাওলের কাব্যে :

'আসিতে আমি নহে সেই গতি॥
তথাপিহ ভরমে আইলু তোমার পাশ।
সেই পুষ্প হেন দেখি নহে সেই বাস॥
বচন প্রকাশ মাত্র জানিলু নিশ্চিতে।
পরাঙ্গানা অঙ্গা পরশিমু কোন মতে॥

শেষপর্যন্ত রাজার প্রতীক্ষার শেষ। পত্নী পদ্মাবতীকে সখীসহ লাভ করে কৃতজ্ঞ নরপতির বিদায়-ভাষণ :—

(সমুদ্রকন্যা) তুমি মোর ভগ্নী নরপতি মোর পিতা।
মোর দোষ খেমিতে কহিয় সুচরিতা॥
আপনার প্রতিফল পাইলুঁ আপনে।
বুলিয় নৃপতি মোর তুষ্ট হৌক মনে॥ (পদ্মা-সমুদ্র খণ্ড পৃঃ ২৪৩)

এরপর সমুদ্রকন্যার সঙ্গে পদ্মাবতীর বিদায়-আলিঙ্গান পথনির্দেশকরূপে জলচর মনুষ্যদের সহগমন ঘটনা জায়সীর মূল কাব্যেও আছে—আলাওল এ ব্যাপারে মূলানুগ :

'ছয়জনে তুলি দিল জগন্নাথ কূলে'

উড়িষ্যার সমুদ্রতীর থেকেই শুরু হ'ল চিতোর যাত্রা। যে পঞ্চর- পেয়েছিলেন র-সেন তার সাহায্যেই আবার নৃপতি বিত্তশালী হন :

র- বিকাইয়া বহু তঙ্কা কৈল হাত॥
হয় হস্তী কিনিয়া জুড়িল বহু সৈন্য।
দেখিয়া সকল লোকে বোলে ধন্য ধন্য॥
*  *  *  *  *
চিতাত্তরে হরিষে আইল নৃপবর।

এখানে সমুদ্রদেব র-সেনের অহঙ্কার নাশ করলেন ও সমুদ্রদুহিতা পদ্মা পদ্মাবতীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করে রাজার প্রেমের গভীরতা পরীক্ষায় রত 'প্রেমপুঁথি'র লেখক আলাওলের সুফি-কবিজনোচিত প্রেমের নানাবিধ সংঘাতের বর্ণনা রয়েছে এই পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডে।

**৫.৫.৩ পদ্মাবতী-র-সেন বিবাহ খণ্ড—চিতোর আগমন খণ্ড পর্যায়ে আলাওলের সুফি ভাবনার প্রকাশ**

জায়সী ও আলাওল দুজনেই সুফি-কবি। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে সামাজিকতা যতটা বেশি তত্ত্বভাবনা ততটা নেই—তবুও কাব্যের স্থানে স্থানে কবির সুফি-ভাবনা মাঝে মাঝেই প্রকাশিত। জায়সীর মতো ব্যাপক তত্ত্বভাবনার শরিক না হলেও আলাওল মাঝে মাঝেই সুফি-ভাবনায় ভাবিত।

পদুমাবতের রূপক হল এই :

তন চিতউর, মন রাজা কীনহা।
হিয় সিংঘল, বুধি পদমিনি চীনহ॥
গুরু সুআ জেই পংথ দেখাবা।
বিনু গুরু জগত কো নিরঞ্জন পাবা॥
নাগমতী য়হ দুনিয়া ধংধা। (পদুমাবৎ-জায়সী)

**অনু :** র-সেনের দেহদুর্গ হল চিতোর, মন স্বয়ং র-সেন, হৃদয় তাঁর সিংহল, প্রজ্ঞা হলেন পদ্মাবতী। গুরুই পথ দেখান। গুরু ছাড়া কে নিরঞ্জনকে পাবে ? নাগমতী হল এই দুনিয়ার বাধাসৃষ্টিকারী পার্থিব মানুষের রূপক।

বিবারে মজলিসে পদ্মাবতী ও র-সেনের মালাবদলকে জায়সী রূপকচ্ছলে বলেছেন যে চাঁদের হাতে জয়মালা দেওয়া হয়েছে। চাঁদ সে মালা এনে সূর্যের গলায় পরিয়ে দিচ্ছে। জায়সীর উক্তি :

চাঁদ কি হাথ দিনই জয়মালা।
চাঁদ আনি সূর্য গীয় ঢালা॥

বাঙালির সুখদুঃখপূর্ণ সংসারের আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়েছেন কবি আলাওল তাঁর নায়ক-নায়িকারা এতখানি কাব্যময় রূপকে বর্ণিত নন। আলাওলের উক্তি :

পুষ্প বৃষ্টি সম্বরিয়া গিম হস্তে মালা লৈয়া
কন্যাগণে দিলেক রাজন।
পুষ্প হস্তে পুষ্পমালা দুই করে লৈয়া বালা
পতি গলে করিল স্থাপন॥

পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ডে পদ্মাবতীর মুখে আলাওল শুনিয়েছেন সুফি-তত্ত্বের বাণী :

যোগী হৈলে অনাহারে থাকে সর্বক্ষণ।
স্বপ্নেও না হেরে যোগী রমণী বদন॥
প্রচণ্ড তপন তেজ যোগীর শরীরে।
সোম সম সিদ্ধি রশ্মি যোগী কলেবরে॥
যোগী ভোগী মিশ্রিত না হয় কদাচিত।
নিশি দিনান্তর দহে হিমাংশু আদিত॥
ছলযোগে ঠগে যোগী টলএ ধনি মন। ✶✶✶

সিদ্ধি পদ পাইলে যোগী ভোগী নাহি চিন।
সর্বত্রে আপনা তার কেবা আছে ভিন॥
শিব শক্তি মিলিলে যে সিদিন্ধ হএ কায়।
শক্তি বিনে শিবশক্তি সব শঙ্কা পায়॥ (র-সেন পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ড)

সুফি-সাধক হলেও তন্ত্রাশ্রিত দেহসাধনার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন আলাওল। সাধনার তিনটি স্তর—শুদ্ধি, স্থিতি, অর্পণ সাধক প্রথমে ত্যাগ তিতিক্ষার দ্বারা কায়িক ও মানসিক মালিন্য দূর করে শুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় স্তরে মোহান্ধকার বিনষ্ট হয়। জ্ঞানালোক বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় স্তরে পরম আরাধ্যার সাথে যোগী মিলিত হয়ে একাত্ম হয়। র-সেনের যোগসাধনা এ আদর্শেই নিয়ন্ত্রিত ও রূপায়িত। র-সেন সাধক জীবাত্মা, পদ্মাবতী আরাধ্যা পরমাত্মা।

ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ডে শুক যখন দেহত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত তখন র-সেন বলছেন :

তুমি মোর গুরু হইয়া তত্ত্ব জানাইলা।
ভুবনদুর্লভ র- আনি মিলাইলা॥
প্রাণ দিলে তোমার শুধিতে নারি ধার।
তুমি চলি যাইবা পুরী করি অন্ধকার॥ (ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড পৃ: ২১০)

সুফির মুর্শিদ আর যোগীর গুরু অভিন্ন ব্যক্তি। গুরু ছাড়া কোনো পথ নেই এই সাধনায়।—

মেলানি করিয়া শুক জন্মভূমি গিয়া।
যোগ ভাবি স্বর্গে গেল তনু বিসর্জিয়া॥
জন্মিলে অবশ্য নাহিক মৃত্যু এড়ান।
জীবন চিন্তহ যার কাছে ভাল জ্ঞান॥
কোথায় থাকিয়া আইল কোথা পুনি যাইব।
বুদ্ধিবন্ত হৈলে এই পন্থ উদ্দেসিব॥
আপনে আপনা চিন্ত মনিষ্য জনমে।
নিষ্ফল নরক কর্ম সংসার ভরমে॥

সুফি-বিশেষজ্ঞ জুনাইন বাগদাদীর মতে, 'জীয়ন্তে মরা এবং বেঁচে ওঠা' যথাক্রমে 'ফানাহফিল্লাহ' ও 'বাকাবিল্লাহ' তত্ত্ব।

তাই গুরু শুকপাখীর যোগমৃত্যুকে 'ফানাহফিল্লাহ' বলা যায়। এ হল বৌদ্ধদের নির্বাণের সমগোত্রীয়। আবার সমুদ্রে পদ্মাবতী নিমজ্জিত জেনে রাজাও সিন্ধুনীরে প্রাণ দেবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ।

'স্বামী নারী একত্রে না মৈল সে মুগধ।
সমুদ্র উপরে গিয়া দেও মোরে বধ॥
মৃত্যু দাঁড়াইল বসি সমুদ্রের তীরে।
দে তেয়াগিতে নৃপ-নামিলেক নীরে॥

এখানে মূল গ্রন্থে আছে সুফি-সর্বেশ্বরবাদের তত্ত্ব। অনুবাদে তা লীলাবাদে রূপান্তরিত। রাজার শিরচ্ছেদে আত্মহত্যা মূলে আছে। আর অনুবাদে শক্তি বিনে শিবরূপী র-সেন আত্মহননের প্রয়াসে রত। র-সেন জন্মান্তরে প্রিয়াকে পাবার প্রয়াসী। তবে সুফিবাদ অপেক্ষা নরনারীর মিলনতত্ব র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহে বিবৃত :

রমণী নির্মল প্রভু পুরুষ কারণ॥
পুরুষ নারীর যদি প্রেম না লাগিত।
ত্রিভুবনে জীবজন্তু কিছু না রহিত॥ (র-সেন-পদ্মাবতী ভেঁটখণ্ড পৃ: ১৯১)

সুফিভাবনা জায়সীর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে, আলাওলের কাব্যে সামাজিকতা ও নৈতিক আদর্শেরই জয়গান ঘোষিত। নিরঞ্জন আল্লাহ বাঙালি কবির ভাষায় 'করতার'। আলাওল ও জায়সী উভয়েই বৈষ্ণবপদাবলির ভাবে ভাবিত। পদ্মাবতী এখানে যথার্থ 'আশিক' আর 'মাশুক' হলেন র-সেন। পদ্মাবতী প্রেমের প্রতিমূর্তি আর বহু বিঘ্ন বিরদ পার হয়ে র-সেন সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রেম পেয়েছিলেন এ তত্ত্বটি 'পদ্মাবতী'র পাঠ্যাংশে বা পুরো কাব্যেই খুব একটা প্রকট নয়। তবু মাঝে মাঝে তন্ত্রশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের কথা অবশ্যই পাওয়া যায়। কাব্যারম্ভে নিরঞ্জনের বন্দনা দিতে ভোলেননি আলাওল, তবে তাঁর কাব্যে কোরান ও পুরাণ একাকার। অসাম্প্রদায়িক কবি আলাওলের কাব্যে মানবতার জয়ই মুখ্য বিষয়।

**(ক) নাগমতির বারমাস্যা :** নাগমতী র-সেনের প্রথমা প-ী। র-সেন যোগী বেশে শুকের পরামর্শে সিংহল দ্বীপে গিয়ে পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। আলাওলের কাব্যে নাগমতী তার প্রিয়তম পতির বিরহে শোকাতুর। এই বারমাস্যাটি মঙ্গালকাব্যের অনুরূপ। তবে মঙ্গালকাব্যের বারমাস্যায় নায়িকার দুঃখের কথাই বেশি। চণ্ডীমঙ্গালের নায়িকা ফুল্লরার বারমাস্যায় ব্যাধজীবনের বারমাসের পাঁচালিই গীত হয়েছে ছদ্মবেশী সুন্দরী চণ্ডীকে তাড়ানোর জন্য। ফুল্লরার সতীনসমস্যা ছিল না সে জন্য অন্য কোনো নারী তার স্বামীকে অধিকার করবে এ কথা ভেবেই সে তার দারিদ্র্যের কথা বলে। নাগমতী রাজরানী। তাই দারিদ্র্য অপেক্ষা রোমান্টিক বিরহবেদনায় তাঁর বারমাস্যা পূর্ণ।

প্রথম আষাঢ় মাস বরিষা প্রবেশ।
মোর খণ্ডব্রতফলে পহু নাহি দেশ।

শ্রাবণে ময়ূরী, ভেক ও পাপিয়ার রোলে বর্ষা যেন রাজার মতো পৃথিবীকে পূর্ণ করে। কিন্তু নাগমতীর প্রিয়তম স্বামী নেই বলে বর্ষায় সে বিরহিণী। শরতকারে চন্দ্রকিরণের শোভা অতুলনীয় ঃ—'গ্রীষ্ম অর্ধ অহ জিনি চন্দ্রের কিরণ'॥ কার্তিক মাসে দীপাবলীর উৎসব কিন্তু নাগমতির অবস্থা নিজ পতি বিনে মোর ভোগে গেল রোগ।' অঘ্রাণের দীর্ঘ শীতের রাতে—'প্রিয়া বিনে একেশ্বরী শীতে তনু ক্ষীণ।' পৌষে প্রবল শীতে জগৎ যেন ধূম্রাকার তখন স্বামীর বিরহে নাগমতীর হৃদয় দগ্ধ হয়। মাঘ মাসের হিমার্ত রাত্রে নাগমতীর অগ্নিসম উষ্ণশয্যা বিরহ হুতাশে।' ফাল্গুন মাস মলয় পবনে মিলনের আনন্দে পূর্ণ কিন্তু নাগমতীর—'বায়ুকুণ্ড ঘূর্ণিত সমান মোর মন।।' চৈত্রের সমীরণ নাগমতীর প্রাণ দগ্ধ করে। বৈশাখে সূর্যের উত্তাপ প্রবল তখন—'পতি বিনে কেমনে সহিব কমলিনী।' জ্যৈষ্ঠ মাসে পুষ্পরেণু ও চন্দনেও নাগমতীর দেহের জ্বালা জুড়োয় না। 'কান্দি কান্দি রমণী গোঁয়ায় বারমাস'।

এই বারমাসের দুঃখ আষাঢ় থেকে আরম্ভ করে জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ হয়। শেষপর্যন্ত কামার্ত যক্ষের মতো বিরহিণী নাগমতী বলেন "শুন রে জলদ অলি পিক দ্বিঅরাজ।/বিরহিণী অবলা বধিয়া কোন কাজ।।/প্রভুপাশে তুরিত গমনে চলি যাও। আমার বিরহ দুঃখ প্রভুরে জানাও॥ এই রোমান্টিক বারমাসের সুখ-দুঃখ ঠিক মঙ্গালকাব্যের বাঁধা ছক নয়। ইসলামি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলিতে বিশেষ করে ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে জোলখোর বারমাসীও প্রেমের বিরহ বেদনায় পূর্ণ। এব্যাপারে আলাওল মৌলিক কবিভাবনার বাহক।

**(খ) শুকপাখী**—পদ্মাবতী কাব্যে এক বিশিষ্ট চরিত্র। জায়সীর মতে শুক সুফিসাধনার গুরু তিনি ভাবক ও ভাবিনীর সংযোজক। গুরু বা মুর্শিদ ছাড়া সুফিসাধনা সফল হয় না। পদ্মাবতী-র-সেন তাঁকে গুরু মেনেই প্রেমসাধনায় বিজয়ী হয়েছেন। গন্ধর্বসেন ও নাগমতী দুনিয়ার ধান্ধায় আচ্ছন্ন তাই প্রকৃত মূল্যে বা মর্যাদায় শুককে গ্রহণ করেননি। পদ্মাবতী ও র-সেনের মিলন ঘটিয়েছেন শুক। রোমান্টিক কবিভাবনায় শুক ছাড়া সে যুগে কে আর সিংহলে ও তত্ত্ববাণীর প্রচারমন্ত্র হল শুক। পাঠ্যাংশে শুকের যোগমৃত্যু বরণ সম্পর্কে কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আছে। প্রথমত র-সেন শুককে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা জানালেন—

তুমি মোর গুরু হইয়া তত্ত্ব জানাইলা।
ভুবনদুর্লভ র- আনি মিলাইলা॥ (ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড পৃ: ২১০)

পদ্মাবতীও শুকের দৌত্যেই—'মহা সুখ দিলা মিলাইয়া যোগ্য স্বামী।' শুকের মৃত্যু হল এভাবে 'যোগ ভাবি স্বর্গে গেল তনু বিসর্জিয়া।' যোগমৃত্যুর পর আলাওল বেদান্তের জ্ঞানই শুনিয়েছেন পাঠকদের—

জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু নাহিক এড়ান।
জীবনে চিন্তহ যার কাছে ভাল জ্ঞান॥
কোথাত থাকিয়া আইল কোথা পুনি যাইব।
বুদ্ধিবন্ত হৈলে এই পন্থ উদ্দেসিব।
আপনে আপনা চিন্ত মনিষ্য জনমে।
নিস্ফল নরক কর্ম সংসার ভরমে॥ (ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড)

কর্ম ও সংসারের মোহে মানুষ ভুলে যায় তার আত্মস্বরূপের কথা। কোথা থেকে সে এসেছে এবং অন্তিমে সে কোথায় বিলীন হবে সেই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। উপনিষদে আছে—'আত্মদীপো ভব'। আলাওল পাণ্ডিত্যে ও শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ। শুক চরিত্র কল্পনায় আমরা বিদগ্ধ কবি আলাওলের দার্শনিক প্রত্যয়ের অংশীদার হই।

## ৫.৭ 'চিতোর আগমনে খণ্ডে' পদ্মাবতীর খণ্ডিতা রূপের পরিচয়

কান্তকে নিন্দাকারিণী নায়িকাই বৈষ্ণব-পদাবলীর খণ্ডিতা রমণী। তিনি অনুনয়রত কান্তকে তিরস্কার করেন কঠিন ভাষায়। অন্য নারীর সঙ্গে সম্ভোগ হেতু কান্তকে সিঁদুর কাজলে মণ্ডিতা দেখেও তিনি কুপিতা। কান্তের সঙ্গে তিনি কলহপরায়ণা। অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্ন দেখে লজ্জান্বিতা নায়িকা। মুগ্ধা রোষবাষ্পে মৌনা। রোদনপরায়ণা ও সন্তপ্তা। নাগমতীর বিরহবেদনা প্রশমিত করে যখন চিতোরে নিজ গৃহে পদ্মাবতীর কাছে এলেন র-সেন, তখন কঠোর ভাষায় খণ্ডিতা পদ্মাবতী গঞ্জনা দেন র-সেনকে :

কোন রমণীর নীল বাস দিছ গায়॥
পৃষ্ঠেত কঙ্কণদাগ হারচিহ্ন উরে।
মাজিছ বয়ানচন্দ্র সুরঙ্গা সিন্দুরে॥ (চিতোর আমমন খণ্ড পৃ: ২৬১)

প্রথমেই খণ্ডিতা পদ্মাবতীর এই কঠিন বাক্য শুনে মনে পড়বে জয়দেবের খণ্ডিতা রাধার কথা :

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্ববিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম॥ ৩॥
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গারখরনখরক্ষতরেখ্ম।

**অনু :** রাধা কৃষ্ণকে বলছেন 'সেই রমণীর কজ্জলমলিননয়ন-চুম্বনে নীলিম রূপ ধারণ করে তোমার অরুণাধর নীল। মদনযুদ্ধে সেই রমণীর তীক্ষ্ণ নখরেখায় চিহ্নিত তোমার শ্যামলাঙ্গ। ('গীতগোবিন্দম্-অষ্টম সর্গ বিলক্ষ-লেখক-জয়দেব লক্ষ্মীপতিঃ)

চণ্ডীদাসের খণ্ডিতার পদেও এই ধরনের ভাব রাধার মধ্যে লক্ষিত হয় :

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।

কোন কলাবতী আজ পেয়েছিল লাগ ॥

কপোলে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল। (চণ্ডীদাসের পদ)

আলাওল পদ্মাবতীর খণ্ডিতারূপটি নিয়েছেন জয়দেব ও বৈষ্ণবপদাবলির কাব্যধারা থেকে। আলাওল বাঙালির ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃত কাব্য ও বৈষ্ণবপদাবলির ধারায় তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, বলা যায় তিনি বাংলাকাব্যধারার সার্থক উত্তরসূরি।

## ৫.৮ আলাওলের কাব্যের রোমান্স রস (পাঠ্যাংশে)

রোমান্সের জগতে অলৌকিকতা অতিপ্রাকৃত অবাস্তব ঘটনা বা বিষয় থাকে। রবীন্দ্রনাথও অতিপ্রাকৃত আবহ সৃষ্টি করে, গল্প লিখেছেন, কোলরিজের অনেক কবিতাতেই অশরীরী ভাবনা আছে। পরি ও গন্ধর্বের সাথে মানবের পরিচয়ও বহু রোমান্টিক সাহিত্যিকদের রচনায় লভ্য। তাছাড়া পাখিরা দৌত্যকার্যে পটু মানুষের গলায় কথা বলে এও রোমান্টিসিজমের রূপকথাধর্মী কল্পনা। আলাওলের শুকপাখি ও সংস্কৃত কবি বাণভট্টের কাদম্বরীর শুক প্রায় একই ধরনের দূত। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজা ও সভাসদবর্গ প্রেমকাহিনির মধ্যে পেতেন রোমান্সের উত্তেজনা। তাই রাজসভার কবি আলাওল জায়সী সুফি-তত্ত্বাংশকে এড়িয়ে কাহিনিরসের মধ্যে পরিবেশন করেছেন রোমান্টিক প্রেম। লোক-কথা, মহাকাব্যের কাহিনি, বা ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনেই মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হ'ত। পদ্মাবতীকে নিয়ে র-সেনের সমুদ্রপথে প্রত্যাবর্তনকালে আকস্মিকভাবে তরণীনিমজ্জন সমুদ্রতনয়ার মধ্যস্থতায় উভয়ের পুনর্বার সাক্ষাৎ ও অলৌকিকভাবে পুনরুদ্ধার—সবই রূপকথাধর্মী অসম্ভব ঘটনার রোমান্স। রোমান্সের উৎকেন্দ্রিক কল্পনায় ছদ্মবেশী সমুদ্রের আবির্ভাব ও সংজ্ঞাহীন মৃতপ্রায় পদ্মাবতীকে সমুদ্রকন্যার সেবা করার ঘটনায় বাস্তব ও অবাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করে কাহিনি রোমান্সের রাজ্যে উন্নীত। রাতজাগা পাখির নাগমতীর ও র-সেনের মায়ের দুঃখের কথা র-সেনকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারেও অবাস্তব রোমান্স রসের ভূমিকা আছে। তবে বৈষ্ণবপদাবলির ঢঙে রচিত পদগুলির মধ্যে রোমান্টিক ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় পদ্মাবতীতে। বাংলাকাব্যে বিশেষ করে মধ্যযুগের কাব্যে এই ধরনের রোমান্স রস মুসলমান কবিদের রচনাতেই প্রথম পাওয়া যায়—তাই সেদিক দিয়ে আলাওলের রোমান্স-রস বাংলা মধ্যযুগের কাব্যের সম্পদ।

## ৫.৯ র-সেন—সাথী খণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

র-সেনের বিবাহের পর রাজার অনুচররাও যোগী সাজ ছেড়ে বিবাহ করেন। রাজার মর্জি অনুযায়ী তার পার্ষদদের সুখ ও বিলাস নির্ভর করত মধ্যযুগে :

ধন্য রাজা তুমি তোমার হোন্সে ক্ষিতি ধন্যা।

যোগীরূপে বিবাহ করিলা রাজকন্যা ॥

আমি সব শিষ্যরূপে হৈলা আইল যোগী।

তোমার প্রসাদে এবে হৈল রাজভোগী ॥

তখনকার দিনের সুপুরুষের ধর্ম হল :

দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ যথোচিত কর্ম।

এমত না কৈলে নহে সুপুরষ ধর্ম।। (র-সেন-সাথী খণ্ড পৃ: ২০৫)

রাজপুত্রদের কৌলীন্য বিচার করে বংশমর্যাদা দেখে র-সেন বিবাহ দিয়েছেন, এটি মূলে নেই। আলাওল এখানে রাজাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত তাই :

ষোলশত পদ্মিনী যে পরম সুন্দরী।
রাজকন্যা পাত্রকন্যা কুলিন বিচারী॥
সকলেরে বিভা দিলা আনন্দ উৎসবে।
ঘরে ঘরে রাজসুখে রহিলেন্ত সবে॥ (র-সেন-সাথী খণ্ড পৃ: ২০৫)

এখানে রাজকর্তব্য সম্পর্কে র-সেনের মাহাত্ম্যে রাজোচিত। আলাওলের কাব্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রোসাঙ্গের রাজা ও অমাত্যবৃন্দ—তাই আলাওল ভারতচন্দ্রের মতোই রাজসভার কবি।

## ৫.১০ অনুশীলনী

**নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ**

১। পদ্মাবতীর বিবাহ, দেশে চিতাউর আগমন খণ্ডের মধ্যে 'র-সেন-পদ্মাবতী'-র বিবাহ অংশের সমাজচিত্র উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করুন।

২। 'র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড' ও পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁট খণ্ডে প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করুন।

৩। আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র পাঠ্যাংশের ভাষা, ছন্দ ও কাব্যসৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করুন।

৪। 'র-সেন বিদায় খণ্ড' অংশের ঐতিহ্যবাহী বর্ণনা তাৎপর্য উদ্ধৃতি সহ আলোচনা করুন।

৫। র-সেন-পদ্মাবতীর বিবাহ থেকে চিতাউর আগমন খণ্ডে জায়সীর মূল কাব্য পদুমাবৎ ও আলাওলের অনুবাদ কাব্য পদ্মাবতীর এই বিশেষ অংশের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ**

১। আলাওলের অনুসরণে ষট্ ঋতু বর্ণনের পরিচয় দিন।

২। 'অষ্টনায়িকা ভেদ' বলতে সৈয়দ আলাওলের শাস্ত্রবাহী ভাবনা সম্বন্ধে লিখুন।

৩। 'পদ্মাবতী'র পাঠ্যাংশে সৈয়দ-আলাওলের সঙ্গীতরচনার নৈপুণ্য আলোচনা করুন।

**নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ**

১। সধুবা প্রবন্ধসঙ্গীত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে একটি গান বিশ্লেষণ করুন।

২। পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। 'পদ্মাবতীর' পাঠ্যাংশে সুফি-ভাবনা সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দিন।

৪। **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :**

(১) নাগমতীর বারমাস্যা, (২) শুকপাখী, (৩) পদ্মাবতীর খণ্ডিতা রূপ, (৪) সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র পাঠ্যাংশে রোমান্স রস, (৫) র-সেন—সাথী খণ্ডের আলোচনা, (৬) পদ্মাবতীর সমগ্র গল্পটির বিবরণ।

## ৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি


১। শ্রীদেবনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদনা—*পদ্মাবতী—জায়সী ও আলাওল—দ্বিতীয়খণ্ড*

২। ওয়াকিল আহমদ—*বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনা—*পদ্মাবতী*

৪। সুকুমার সেন—*ইসলামি বাংলা সাহিত্য*

৫। সৈয়দ আলী আহসান সম্পদনা—*পদ্মাবতী*

৬। শ্রী অমিতকুমার বন্দোপাধ্যায়—*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—(৩য় খণ্ড)*

৭। আহমদ শরীফ—*মুসলিম বাংলা সাহিত্য—(১ম খণ্ড)*

৮। সুকুমার সেন—*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—(৩য় খণ্ড)—(আনন্দ সংস্করণ)*